দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 8 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

ছাত্রলীগ কমিটি সমাচার

■ আবুল খায়ের

ছাত্রলীগের কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত কমিটিতে শিবির ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের স্থান পাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সরকার ও নীতিনির্ধারক মহলে টনক নড়ে। ছাত্রলীগের কমিটিতে শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডারদের নেতা বানানোর ঘটনা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হওয়ার মতো তথ্য বের হয়ে পড়েছে। চার দলীয় জোট সরকারের আমলেও শেখ হাসিনার মুক্তির আন্দোলনে নির্যাতিত নেতা-কর্মী কিংবা দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীরা ছাত্রলীগের কমিটিতে ঠাঁই পায়নি। নির্যাতিত এক ছাত্রকে ছাত্রলীগ কমিটিতে যুগ্ম সম্পাদক কিংবা সহ-সম্পাদক পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য হাইকমান্ডের নির্দেশও উপেক্ষিত হয়। সেই পদে ঠাঁই পেয়েছেন ছাত্রদল ক্যাডার। তিনি এক সময় তিতুমীর কলেজের ছাত্রদল নেতা ছিলেন।

২০০৬ সালের ৪ এপ্রিল ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে বেশিরভাগ নেতৃস্থানীয় পদ নিয়ে হয়েছে বাণিজ্য এবং প্রতি পদ ১০ লাখ থেকে ৩০ লাখ টাকায় বেচাকেনা হয়েছে। এ কারণে ঐ সময় তথাকথিত হাওয়া ভবনের

☞ এরপর পৃষ্ঠা ৪, কলাম ৬

কেঁচো খুড়তে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক ব্যবসায়ী এবং আওয়ামী লীগ এক নেতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ছাত্রলীগের কমিটিতে শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডারদের ঢুকিয়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী একটি রাজনৈতিক দলের মদদ। বিতর্কিত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও আওয়ামী লীগের আদর্শের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়াই হলো অন্যতম উদ্দেশ্য। গতকাল ইত্তেফাকে ফোন করে ত্যাগী নেতারা বলেন, বর্তমান ছাত্রলীগের নেতৃত্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আওয়ামী লীগের আদর্শ বিরোধী এবং শিবির ও ছাত্রদল রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তথাকথিত হাওয়া ভবনের আওয়ামী লীগ নেতা পরিচয়ে ঠিকাদার ব্যবসায়ী, আওয়ামী লীগের এক নেতা ও হাইকমান্ড কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা সমন্বয়ে তিনজনের সিন্ডিকেট বর্তমানে উক্ত ছাত্রলীগ কমিটি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এই সিন্ডিকেট ছাত্রলীগের ব্যানারে শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডার দিয়ে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার টেন্ডারবাজি করিয়েছেন। এই তিন সদস্যের সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে ছাত্রলীগ থাকায় স্বয়ং হাইকমান্ডের নির্দেশনাও উপেক্ষিত হয়ে আসছে। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে হাইকমান্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করার নেপথ্যে এটাই মূল কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। ছাত্রলীগের বেপরোয়া টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলবাজি অব্যাহত থাকার নেপথ্যে উক্ত সিন্ডিকেটের কোটি কোটি টাকা বাণিজ্য এবং তথাকথিত হাওয়া ভবনের নিয়োজিত ঠিকাদারি ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড টিকিয়ে রাখা হলো অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ছাত্রলীগ কমিটিতে ছাত্রলীগের সাবেক এক কেন্দ্রীয় নেতা ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডার নিয়োগের বাণিজ্যে জড়িত ছিলেন। গোয়েন্দা অনুসন্ধান ও তথ্য প্রমাণে এ সব তথ্য বের হয়ে আসে।

কয়েকজন ত্যাগী ও নির্যাতিত নেতা ইত্তেফাককে জানান, আমরা পদ চাই না। আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক। ছাত্রলীগের কমিটিতে ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডাররা নেতৃত্ব দিচ্ছে এটা আমাদের জন্য লজ্জাকর। নেতা বানানোর বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারা জানান, ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে ১৫ থেকে ২০ জন নেতা রয়েছেন যারা ছাত্রদল ও শিবিরের ক্যাডার। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সহ-সভাপতির পদ-২১টি। কিন্তু গোয়েন্দা ও ত্যাগী নেতাদের তথ্যানুযায়ী ৭০ জনের সহ-সভাপতির পদ রয়েছে। বাড়তি প্রতিটি পদ ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ টাকায় বেচাকেনা হয়েছে। একইভাবে সহ-সম্পাদকের পদ ৭টি থাকলেও বর্তমানে আছে শতাধিক। কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেতাদের তথ্যানুযায়ী ২৫১ জন নেতা ও সদস্য থাকার কথা। কিন্তু রয়েছে প্রায় সাতশ' নেতা ও সদস্য। তথাকথিত হাওয়া ভবনের ঠিকাদার ও আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা এবং উক্ত সিন্ডিকেট স্বাধীনতা বিরোধী একটি রাজনৈতিক দল থেকে কোটি কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে ২০০৬ সালে উক্ত ছাত্রলীগ কমিটি গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বলে গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা যায়। এর উদ্দেশ্য টেন্ডারবাজি ও দখলবাজি নিয়ন্ত্রণ এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে ধসে নামিয়ে দেয়ার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বলে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

গতকাল থেকে শুরু হয়েছে কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত ছাত্রলীগ কমিটিতে শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডার এবং টেন্ডারবাজদের সনাক্তকরণ কার্যক্রম। স্বয়ং হাইকমান্ডের কার্যালয় থেকে এই অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একটি গোয়েন্দা সংস্থা কার্যক্রম মনিটর করে যাচ্ছে। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ইত্তেফাককে বলেন, তিনি ছাত্রলীগের কার্যক্রম সঠিকভাবে মনিটর করছেন। তবে ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডাররা কিভাবে নেতৃত্বে আসলো, এই সম্পর্কে তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি।